দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 MAR 1988 ... ...
পৃষ্ঠা... .. ..কলাম... ... ...

শিক্ষাঙ্গন

বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ম্যানেজিং কমিটি

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ একটি ম্যানেজিং কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ শিক্ষার অনুকূলে রাখার গুরুদায়িত্ব ম্যানেজিং কমিটির উপর ন্যস্ত। ম্যানেজিং কমিটি ছাত্র ও শিক্ষক নির্বাচন, বেতন নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রশাসনিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি রক্ষা করা শুধুমাত্র ছাত্র-শিক্ষকদের দ্বারা সম্ভব নয়। ম্যানেজিং কমিটির যে কোন সুষ্ঠ সিদ্ধান্ত যেমন প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে তেমনি যে কোন ধরনের ভুল সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের পথেও নিয়ে যেতে পারে।

সাধারণতঃ ১১ জন সদস্য নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। জেলা প্রশাসক বা তাঁর প্রতিনিধি এ ধরনের কমিটির সভাপতি থাকেন। এছাড়া এ ধরনের কমিটিতে প্রতিষ্ঠাতা দাতা ও শিক্ষানুরাগী মহল থেকে ১ জন করে, শিক্ষক প্রতিনিধি ২ জন, অভিভাবক মহল থেকে ৪ জন সদস্য এবং প্রধান শিক্ষক পদাধিকারবলে কমিটির সম্পাদক থাকেন।

কমিটির প্রথম সভায় ৯ জন সদস্যের মধ্য থেকে ১ জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। সহ-সভাপতি ও সম্পাদকের যুক্ত স্বাক্ষরে বিদ্যালয়ের তহবিল পরিচালিত হয়ে থাকে। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুমতি নিয়ে আলোচ্যসূচী উল্লেখপূর্বক সম্পাদক কমিটির সভা ডেকে থাকেন। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব মূলতঃ সম্পাদক তথা প্রধান শিক্ষকের, তবে অনেক সময় মূল কমিটি দ্বারা গঠিত বিভিন্ন উপ-কমিটির মাধ্যমেও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ অর্থসংক্রান্ত উপ-কমিটি প্রচার ও সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি, ক্রয়-নির্মাণ ও উন্নয়ন উপ-কমিটি নামে উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ ধরনের উপ-কমিটি গঠন করা হলে ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সহজতর ও সুন্দর হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অভিভাবক ও শিক্ষকমহলের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের দায়িত্বও কম নয়।

কমিটির সম্পাদক পদটি নানাদিক দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে ছাত্র-শিক্ষক, সরকার ও অভিভাবকদের এবং সম্পাদক হিসেবে কমিটির কাছে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথেই সরাসরি জড়িত।

তাই প্রধান শিক্ষককে হতে হবে ভদ্র, নম্র, নিরপেক্ষ, ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ, গঠনমূলক সর্বোপরি একজন সৎ ও আদর্শবান শিক্ষক। শিক্ষিত ও বিচক্ষণ হলেও স্কুলের প্রধান শিক্ষক যদি অসৎ, পক্ষপাতদুষ্ট ও দুর্নীতিবাজ হন, তাহলে ম্যানেজিং কমিটির শত সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই সামগ্রিকভাবে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতি একজন সৎ ও আদর্শবান প্রধান শিক্ষকের উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে।

—নুরুল ইসলাম শেফুল